যুগান্তর

তারিখ 09 MAY 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সরকারি প্রকৌশলীরা শিক্ষার অজুহাতে দেশ ছাড়ছেন

আব্দুল্লাহ বাদল

নগণের টাকায় পড়াশোনা করে উচ্চশিক্ষার নামে দেশ ছাড়ছেন অনেক সরকারি প্রকৌশলী। সরকারি চাকরির সুবাদে কোনো ধরনের প্রতিযোগিতা ছাড়াই বিদেশ পাড়ি জমাচ্ছেন তারা। উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি লিয়েনেও যাচ্ছেন কেউ কেউ। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে ভালো সুযোগ-সুবিধা পাওয়ায় তাঁরা আর দেশে ফিরছেন না। ছুটি বা লিয়েন শেষ হলেও যোগাযোগ করছেন না নিজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। এ কারণে শুধু গত ফেব্রুয়ারি মাসেই সাত প্রকৌশলীকে বরখাস্ত করেছে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে যোগাযোগ সচিব এমএএন ছিদ্দিক ৩ মে যুগান্তরকে বলেন, 'জনগণের ট্যাক্সের টাকায় প্রকৌশলী হওয়া এসব কর্মকর্তাকে আরও দক্ষ ও অভিজ্ঞ বানাতে বিদেশ পাঠাচ্ছে সরকার। আরও উন্নত প্রযুক্তি শিখে দেশে ফিরে তা প্রয়োগ করে দেশ ও জাতির সেবা করবে। কিন্তু তারা তা না করে দেশ ও জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের স্বার্থে বিদেশেই থেকে যাচ্ছেন। সামান্যতম দেশপ্রেম ও নীতি-নৈতিকতা থাকলে কোনো কর্মকর্তা এ ধরনের কাজ করতে পারেন না।'

'দেশে প্রকৌশলীদের সুযোগ-সুবিধা কম থাকায় এমন হচ্ছে কিনা' জানতে চাইলে যোগাযোগ সচিব বলেন, 'আমি সেটা মনে করি না। একটি গরিব দেশে যতটুকু সুযোগ-সুবিধা প্রকৌশলীরা পান তা কোনোভাবেই কম নয়। এটা মন-মানসিকতার বিষয়। জনগণের টাকায় লেখাপড়া করে দেশ ও জনগণকে কিছু দেবেন না, এটা হতে পারে না।'

তবে যোগাযোগ সচিবের এ বক্তব্য মানতে নারাজ প্রকৌশলীদের সংগঠন ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশের (আইইবি) সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মিয়া মোহাম্মদ কাইউম। তিনি এ বিষয়ে যুগান্তরকে বলেন, দেশপ্রেম নেই এটা ঠিক নয়। হতাশা থেকে অনেকেই এ কাজ করতে পারে। বিসিএসের অন্যান্য ক্যাডারের সঙ্গে আমাদের বৈষম্য অনেক বেশি। পদোন্নতিসহ নানা সুযোগ-সুবিধা বঞ্চনার কারণে প্রকৌশলীদের অনেকেই হতাশ। দেশে মেধাবীদের

দায়ী বৈষম্য ও হতাশা : আইইবি

মূল্যায়ন করা হয় না, যেভাবে বিদেশে হয়। 'তাই বলে বিদেশ চলে যাবেন?' এমন প্রশ্নের জবাবে আইইবির এ নেতা বলেন, আমরা বিদেশ যেতে চাই না, দেশেই থাকতে চাই। আমাদের যেন অন্যান্য ক্যাডারের মতো মূল্যায়ন করা হয়।

জানা গেছে, বিভিন্ন কোর্সে অধ্যয়ন ও লিয়েনের নাম করে সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের (সওজ) প্রকৌশলীরা প্রায়ই বিদেশ যাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যসহ উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে বাংলাদেশী প্রকৌশলীদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। দেশের চেয়ে বেশি বেতন ও সুযোগ-সুবিধা সংবলিত চাকরি জোটাতে বেগ পেতে হয় না তাদের। ফলে ছুটি ও লিয়েনের মেয়াদ শেষ হলেও হাজির হচ্ছেন না নিজ কর্মস্থলে। এমনকি এ কারণে শোকজ নোটিশ পাঠালেও তারা গ্রহণ করেন না। ফলে আইন অনুযায়ী অনেকটা বাধ্য হয়েই এসব প্রকৌশলীকে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হচ্ছে।

মাহবুব আলম : গত ১৩ ফেব্রুয়ারি সওজের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) মাহবুব আলমকে (পরিচিতি নং-০০৫০৭৩) বরখাস্ত করা হয়। ২০০২ সালে মাহবুব আলম 'কম্পিউটার প্রোগ্রামিং অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি'র ওপর উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য ১৮ মাসের ছুটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যান। এরপর কানাডায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স করতে তিনি আরও ১৯ মাসের ছুটি নেন। আরও ২৩ মাস অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। শিক্ষা ছুটি শেষে তিনি কাজে যোগ দিয়ে একই দেশে আবারও ৫ বছরের লিয়েনের জন্য আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হন। এরপর থেকে তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত।

নাজমুস সাদাত : গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সওজের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) নাজমুস সাদাতকে (পরিচিতি নং-০০১০৩০) বরখাস্ত করা হয়। ২০০৫ সালে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় 'ডক্টর অব প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট'র ওপর অধ্যয়নের জন্য ২ বছরের ছুটি নেন। এরপর আরও ২ বছরের অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। ছুটি শেষে তিনি দেশে না ফিরেই আরও ২ বছরের লিয়েন আবেদন করলে তা মঞ্জুর করে কর্তৃপক্ষ। লিয়েনের মেয়াদ ২০১২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি শেষ হলেও কাজে যোগ দেননি।

মোহাম্মদ মাসুদ আলী : গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বরখাস্ত হয়েছেন সওজের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) মোহাম্মদ মাসুদ আলী (পরিচিতি নং-০০০১৭৯)। ২০০৫ সালে

দেশ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

তিনি যুক্তরাজ্যের 'ডব্লিউএসপি আইএমসি লিঃ'-এর বাংলাদেশ অফিসের সিনিয়র কনসালটেন্ট (ট্রেনিং ম্যানেজার) হিসেবে ২ বছরের লিয়েনে যান। এরপর একই অফিসে 'এইচআর অ্যান্ড গভর্ন্যান্স এডভাইজার' আরও এক বছর ৫ মাস লিয়েন মঞ্জুর করা হয়। ২০০৯ সালে ১ এপ্রিল লিয়েনের মেয়াদ শেষ হলেও ফিরে আসেননি।

মনোয়ার সাদিক : সওজের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) মনোয়ারে সাদিক (পরিচিতি নং-০০৫০৪৭) বরখাস্ত হয়েছেন ২৪ ফেব্রুয়ারি। ২০০৮ সালের ৯ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রে 'পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রোড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং'সহ এমএসসি ইন রোড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং'র ওপর ডিগ্রি নিতে ১৮ মাসের ছুটি নিয়ে চলে যান। এরপর লিভারপুলের জন মরিস ইউনিভার্সিটিতে 'প্রোগ্রাম ইন কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল'-এর ওপর পিএইচডি করতে আরও ২ বছরের ছুটি নেন। ২০১২ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি ছুটির মেয়াদ শেষ হলেও কর্মস্থলে যোগ দেননি তিনি।

আলমগীর শহিদুল ইসলাম : সওজের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) আলমগীর শহিদুল ইসলাম (পরিচিতি নং-০০৫১০৪) ২০১১ সালে ২৮ মার্চ কানাডায় এমবিএ কোর্স অধ্যয়নের জন্য ১০ মাস বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি নিয়ে চলে যান। ২০১২ সালে ১০ মার্চ তার ছুটির মেয়াদ শেষ হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগ দেননি। তাকে বরখাস্ত করা হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি।

সানিয়া হক : গত সওজের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) সানিয়া হক (পরিচিতি নং-০০৫১০৪) বরখাস্ত হন ২৫ ফেব্রুয়ারি। ২০০৮ সালের ১৬ এপ্রিল তার স্বামীর কর্মস্থল যুক্তরাজ্যে অবস্থানের জন্য ২ বছরের বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি নিয়ে চলে যান। ২০১০ সালের ১৫ এপ্রিল তার ছুটির মেয়াদ শেষ হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগ দেননি।

মোহাম্মদ আলী চৌধুরী : সওজের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) এইচকে মোহাম্মদ আলী চৌধুরী (পরিচিতি নং-০০৫৪৩০) ১৯৯৮ সালে ১২ জুলাই তিন বছরের লিয়েনে নিউজিল্যান্ড যান। তার আবেদনের পর আরও দুই বছর লিয়েন মঞ্জুর করা হয়। কর্মস্থলে যোগ দিয়েই তিনি যুক্তরাষ্ট্রে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মাস্টার্স করতে এক বছরের ছুটি নিয়ে যান। শিক্ষা ছুটির মেয়াদ শেষ হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগ দেননি। তাকে ২৬ ফেব্রুয়ারি বরখাস্ত করা হয়েছে।

মজিবুর রহমান : গত ১০ এপ্রিল সওজের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) মজিবুর রহমানকে (পরিচিতি নং-০০৩০০২) সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অধ্যয়নের জন্য দুই বছরের ছুটি নিয়ে চলে যান। এরপর আরও তিন বছরের অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। ২০১২ সালের ২৭ নভেম্বর ছুটির মেয়াদ শেষ হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগ দেননি।

তাজিন ফাতেমা : ২০১৩ সালের ১১ নভেম্বর সওজের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃ দাঃ) তাজিন ফাতেমা (পরিচিতি নং-৬০২১৭৩) বরখাস্ত হন। তিনি ২০০৮ সালের ১০ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে যোগদান করেন। চাকরি স্থায়ী না হতেই তিনি কানাডায় উচ্চশিক্ষার জন্য চলে যান। এরপর আরও এক বছর অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। ২০১২ সালের ৩১ আগস্ট ছুটির মেয়াদ শেষ হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগ দেননি। এ ছাড়াও সম্প্রতি নুরুল হুদা নামের আরেক প্রকৌশলীকে বরখাস্ত করে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় : একই অবস্থা ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয়ের অধীন এক দফতরের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ফরিদ উদ্দিন বিপ্লবকে সম্প্রতি বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি তিন বছরের শিক্ষা ছুটি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় গেলেও ছুটির মেয়াদ শেষে দেশে ফেরেননি। একই অবস্থা আরেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী রোনাল চাকমার। তাকে বরখাস্ত করা সংক্রান্ত সারসংক্ষেপ অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির দফতরে পাঠানো হয়েছে। তিনি তিন বছরের ছুটি নিয়ে কানাডা অবস্থান করছেন। এ ধরনের আরও দুজন কর্মকর্তার বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।